Bengali General Elective Syllabus, 2019.
Semester — IV.
CC4 (DSC 1D) CODE: BNGGCOR04T.

UNIT : 1

বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য রচনার যাঁরা সম্পর্কে সম্যক ধারণা।

(যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়।)

১। বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে যোগীন্দ্রনাথ সরকার -এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিস্ময়কর শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার সাহিত্যের অঙ্গনে পদার্পণ করেন। 'স্নেহ লবায়ন' ছাত্র বয়সে যোগীন্দ্রনাথ শিক্ষকতার পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের জন্য সাহিত্য রচনা করে নিজেই হয়ে উঠেছিলেন — বাংলাদেশের প্রথম স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান — শিশুদের বিদ্যালয়।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হল — 'হাসি ও খেলা', 'হাসি খুশি', 'খুকুমণির ছড়া', 'হাসিরাশি', 'ছবি ও গল্প', 'রাঙাছবি' প্রভৃতি।

শিশুসাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহার করে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রবর্তিত 'মুকুল' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা ছড়াগুলো আজো শিশু ও কিশোর-দের মনে আনন্দ ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে।
যেমন — "হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়
একটি কোথা হারিয়ে গেল রইল বাকি নয়।"

আবার ছড়ার ছলে শিশুকে হিসাব শেখানোর ও চেষ্টা করেছিলেন — "আমাদের পোষা মণি
যেন বড়লাট।
সাতলপু, এক আছ —
সাতে একে আট।"

→

'হাসি ও খেলা' গ্রন্থটিও স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। বহুল প্রচলিত একটি কবিতা — "টিয়া পাখির ঠোঁটটি লাল
ঠাকুরদাদার মুড়লো গাল"।

প্রকৃতি জগতের প্রাণীরাও মানুষকে সময়ের মূল্য বোঝাতে পারে। যেমন—
"বলিতেছে সোনার ঘড়ি টিক্ টিক্ টিক্
যা কিছু করিতে আছে, করে ফেল ঠিক।
সময় চলিয়া যায়
নদীর স্রোতের প্রায়,
যে জন না বুঝে, তারে ধিক্ শতধিক।"

বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই ছড়াগুলো অতি সহজেই শিশু মনে প্রভাব বিস্তার করে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অন্যতম কৃতিত্ব স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ যোগে ছড়া রচনাতে —
'অ' - অজগর আসছে তেড়ে।
'আ' - আমটি আমি খাব পেড়ে।
— প্রতিটি শিশুর শিক্ষা আরম্ভের আদি পাঠ।

পল্লী বাংলার প্রাণ সম্পদ ছড়াগুলোকে 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি' বিবেচনা করে তিনি সেগুলোকে সংকলিত করে 'খুকুমণির ছড়া সংগ্রহ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।
এই গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে বিশিষ্ট মনীষী সমালোচক রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী 'শিশুসাহিত্য' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

তিনি বিদ্যালয় পাঠ্য শিশু-কিশোর গ্রন্থাবলীও রচনা করেছিলেন। যথা— সাথী, নূতন পাঠ, আদর্শ পাঠ, শিক্ষাপ্রকাশ, শিক্ষা মুকুল ইত্যাদি।

আলোচক ধীরেন্দ্রলাল ধরের মতে, 'যোগীন্দ্রনাথ সরকার — সর্বসাধারণ একটি নাম।... কিন্তু এই সাধারণ নামটিই বাংলাদেশে অসাধারণ বলে স্মরণীয় হয়ে রইল।'

কথা প্রসঙ্গেই সত্য। যতদিন শিশুসাহিত্য বেঁচে থাকবে, ততদিনই শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হবে একটি নাম— যোগীন্দ্রনাথ সরকার।
— "তুমি জেগে রবে প্রতিটি শিশুর / ফুলকলি অন্তরে
তুমি বন্দিত অভিনন্দিত / বাংলার ঘরে ঘরে।"

প্র। বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার -এর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার হলেন অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বাংলা শিশু সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ '<u>ঠাকুরমার ঝুলি</u>' -র স্রষ্টা দক্ষিণারঞ্জন।

আলোচ্য গ্রন্থটি সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন —
"মা আমার অফুরান রূপকথা বলিতেন। ... সব কয়টায় রূপকথা যেন জড়ানো ছিল। .... অবশেষে বসিয়া বসিয়া ছবিগুলি আঁকিয়াছি। যাদের কাছে দিয়েছি, তাহারা ছবি দেখিয়া হাসিলে, জানিলাম আঁকা ঠিক হইয়াছে।"

'<u>ঠাকুরমার ঝুলি</u>' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন —
"ঠাকুরমার ঝুলিটির মতো এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? .... তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পাতিয়াছেন, তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ তেমনি তাজা রহিয়াছে।"

রূপকথা, ব্যালাডের কাহিনী, ব্রতকথা, কৌতুককর লোককথা — সব সংগ্রহ করে তেতের পর এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। '<u>ঠাকুরদাদার ঝুলি</u>', '<u>ঠানদিদির থলে</u>', '<u>দাদামশায়ের থলে</u>' প্রভৃতি ~~অমূল্য~~ অনবদ্য গ্রন্থ।

তিনি শুধুমাত্র রূপকথা সংগ্রহ করে থেমে থাকেননি, তাকে শ্রেণীমান সম্পন্ন সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত ও করেছিলেন। গল্প বলার পাশাপাশি ছবি এঁকে গল্পটিকে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলার যে প্রয়াস তিনি 'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থে করেছেন, তার তাঁর নিজস্বতা এবং শিশুদের বোধগম্যতা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে।
যেমন — "আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়ালো।"

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের জোয়ারে সারাদেশ উত্তাল। রাখী উৎসব, রবিঠাকুরের গান, দেশনেতাদের রক্ত গরম করা ভাষণে বাঙালি তখন দিশেহারা অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে স্বদেশ মন্ত্রে জাগ্রত হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। সেই অস্থির কালপর্বে দক্ষিণারঞ্জন শুধুমাত্র রূপকথার গল্প শিশু ও কিশোরদের শুনিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করেননি।

→

Scanned with CamScanner

এমনও স্বদেশ প্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য কবিতা রচনা করেন —

" দেশ দেশ দেশ ...., ওই আমাদের দেশ।
সকল দেশের অগ্রে যে কোন দেশ ?
.... ওই আমাদের দেশ॥"

দক্ষিণারঞ্জন বৈজ্ঞানিক গল্পও রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে 'চারু-হারুর গল্প', 'উৎপল ও রবির গল্প' বিখ্যাত। গল্পগুলোয় কাব্যে, নীতিবোধে, উচিত-অনুচিত জ্ঞান ও বিজ্ঞান বন্ধুত্বের সংমিশ্রণ বর্ণিত হয়েছে — যা শিশুমনকে মোহিত করে রাখে।

শৈশবে মা-দিদিমার কাছে শোনা গল্প, যৌবনে জমিদারী পরিদর্শনের কাজে পল্লী বাংলার নিবিড় সান্নিধ্যে এসে বাংলার উদার মুক্ত প্রকৃতি, রাখালের বাঁশির মেঠো সুর গ্রাম্য সহজ সরল মানুষের সাথে সখ্যতা — এই সব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার দিয়ে তিনি তাঁর রচনাকে রূপ-লাবণ্যে ভরিয়ে তুললেন।

'প্রদীপ', 'ভারতী', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচিত বহু শিশু সাহিত্য প্রকাশিত হয়। সময়ের নিয়মে তিনি হয়ে উঠলেন শিশু-কিশোর মনের প্রাণের আলয়।

প্রসিদ্ধ কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, গীতিকার, বিজ্ঞান সাধক, চিত্রশিল্পী ও শিশুসাহিত্যের রূপকার দক্ষিণারঞ্জন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। আগামী প্রজন্ম-র মন তাঁর সাহিত্যের আনন্দ আলোয় চিরকাল উদ্ভাসিত হবে।